বার্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৵০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ

ষোড়শ সংখ্যা

৩১শে মাহে যহুর—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [৩১শে আগষ্ট, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

মাহদী চরিতামৃত

(হজরত মসিহ-মাউদের বিভিন্ন সাহাবীগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত ছিরাতে-মাহদী হইতে অনুদিত)

অনুবাদক—মীর রাফিক আলী সাহেব এম-এ, বি-টি,

(১)

সু-প্রসিদ্ধ পীর ছেরাজুল হক সাহেব (রাঃ) তাঁহার কৃত 'তাজ্‌কেরাতুল-মাহদী' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন :—কাদীয়ানের নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী একজন প্রবীণ শিখ জাট্, তিনি অনেক দিন্ হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, তিনি আমার নিকট বলিতেন, "আমি মির্জা সাহেব (অর্থাৎ হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব) হইতে বয়সে বিশ বৎসর বড় ছিলাম। বড় মির্জা সাহেবের (অর্থাৎ হজরত মসিহ-মাউদের পিতা) নিকট আমার খুবই যাওয়া-আসা ছিল। আমার সম্মুখে কয়েক বার এমন হইয়াছে যে, কোন বড় অফিসার বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক বড় মির্জা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "মির্জা সাহেব! আপনার বড় ছেলের তো (অর্থাৎ মির্জ্জা গোলাম কাদের) সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু আপনার ছোট ছেলেকে তো দেখিতে পাই না।" উহার উত্তরে তিনি বলিতেন, "আমার একটী ছোট ছেলে আছে বটে, কিন্তু সে ত দূরে দূরেই থাকে। মেয়েদের মত তাহার বড়ই লাজুক প্রকৃতি। এই লাজুক স্বভাবশতঃই সে কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে না।" তারপর তিনি কাহারও দ্বারা মির্জা সাহেবকে (অর্থাৎ হজরত সাহেব) ডাকিয়া পাঠাইতেন)। মির্জা সাহেব দৃষ্টি নত করিয়া পিতার নিকট আসিতেন এবং স্বীয় পিতাকে ছালাম করিয়া একটু দূরে বসিয়া পড়িতেন। বড় মির্জা সাহেব হাসিয়া বলিতেন, "এই নেন, এখন তো আপনি এই নব বধুর সাক্ষাৎ পাইলেন ?"

পীর সাহেব আরও লিখিয়াছেন :—সেই জাট্ এক সময়ে কাদীয়ানে আসে। যখন সে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন আমরা অনেক লোক কামরাতে আহারে রত ছিলাম। সে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "মির্জ্জাজী কোথায় ?" আমরা উত্তর দিলাম, "ভিতরে আছেন।" আরও বলিলাম, "এখন তাঁহার বাহিরে আসার সময় নয়। আমরা তাঁহাকে ডাকিতেও পারিব না। কেননা তিনি এখন কাজে ব্যস্ত আছেন। যখন তিনি বাহিরে আসিবেন তখন দেখা করিও।" ইহাতে সে নিজেই অতর্কিতে ডাক দিয়া বলিল, "মির্জ্জাজী একটু বাহিরে আসেন।" হজরত সাহেব তাহার ডাক শ্রবণ মাত্রই বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহাকে দেখিতে পাইয়া স্মিত হাস্যে বলিলেন, "কি সরদার সাহেব! ভাল আছেন ত? সব ভাল ত? অনেক দিন পরে যে সাক্ষাৎ হইল।" সে বলিল, "হাঁ! আমি ভাল আছি। বার্দ্ধক্যজনিত কষ্ট পাইতেছি। চলাফেরা বড়ই কষ্টকর। কৃষি কর্ম্ম হইতে অবসরও মিলে না। মির্জাজী! আপনার পূর্ব্বস্মৃতি মনে আছে? বড় মির্জ্জা সাহেব বলিতেন "আমার এই বেকার ছেলে, না কোন চাকরী করে, না কোন উপার্জ্জন করে। তৎপর তিনি হাসিয়া আপনাকে বলিতেন, "চল। তোমাকে কোন মস্‌জিদের মোল্লা করিয়া দেই। তাহা হইলে ত দশ মন দানা (শস্য) খাওয়ার জন্য ঘরে আসিবে।" আপনার সেই কথাও বোধ হয় স্মরণ আছে যে, বড় মির্জা সাহেব আপনাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আমাকে আপনার নিকট পাঠাইতেন। তিনি আপনাকে বড়ই কৃপার চক্ষে দেখিতেন এবং দুঃখ করিয়া বলিতেন, "আমার এই ছেলের কোন সাংসারিক উন্নতি হইবে না।" এখন যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, কি করিয়া তাঁহার সেই অকর্মণ্য ছেলে বাদশাহ্ হইয়া গিয়াছে। বড় বড় লোক দূর দূরান্তর হইতে এখানে আসিয়া তাঁহার গোলামী করিয়া ধন্য হইতেছে।" হজরত সাহেব তাহার এই সমস্ত কথা শুনিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিয়া বলিতেন, "হাঁ! আমার সব স্মরণ আছে। এই সমস্ত আল্লাহ্‌রই ফজল। ইহাতে আমার কোন দখল নাই।" তৎপর তিনি বড় মহব্বতের সহিত তাহাকে

বলিতেন, "তুমি অপেক্ষা কর, আমি তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। তখন সে আমাদের সহিত কথা আরম্ভ করিয়া বলিল, "বড় মির্জা সাহেব বলিতেন, আমার এই পুত্র মোল্লাই থাকিয়া যাইবে। আমার বড় ভাবনা হয়, সে আমার অবর্ত্তমানে কি করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে! সে নেক্ (পুণ্যবান) বটে, কিন্তু দিনকাল যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে আজকাল চালাক না হইলে চলে না।" সময় সময় তিনি অলক্ষ্যে বলিয়া ফেলিতেন—"গোলাম আহমদ নেক্ এবং পবিত্রাত্মা। তার যা অবস্থা সেই অবস্থা আমাদের কোথায়?" পীর সাহেব বলেন—এই কথাগুলি বলিতে বলিতে সেই শিখের চক্ষুদ্বয় অশ্রু ভরাক্রান্ত হইয়া উঠিত এবং সে ইহাও বলিত, "আজ যদি মির্জা গোলাম মার্ত্তুজা বাঁচিয়া থাকিতেন তবে তিনি কি দৃশ্যই না দেখিতে পাইতেন!"

(২)

কালুহুয়া নিবাসী ঝাণ্ডা সিংহের বিবৃতি:—বড় মির্জা সাহেবের নিকট আমার খুবই আসা-যাওয়া ছিল। একবার বড় মির্জা সাহেব আমাকে বলিলেন, "তুমি গিয়া মির্জা গোলাম আহমদকে ডাকিয়া আন। আমার সঙ্গে জানা-শোনা একজন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী জিলাতে আসিয়াছেন। যদি তাহার মত হয় তাহা হইলে আমি তাহাকে একটি ভাল চাকরী লইয়া দিতে পারি।" ঝাণ্ডা সিং বলে, "আমি মির্জা সাহেবের নিকট গেলাম। গিয়া দেখি, চতুর্দ্দিকে রাশিকৃত পুস্তকের মধ্যে বসিয়া তিনি কিছু পাঠ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বড় মির্জা সাহেবের অভিপ্রায় জানাইলাম। মির্জা সাহেব আসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি যার চাকর হওয়ার তার চাকর হইয়া গিয়াছি।" ইহাতে বড় মির্জা সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা! বাস্তবিকই তুমি চাকর হইয়া গিয়াছ?" মির্জা সাহেব উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি চাকর হইয়া গিয়াছি"।

এখানে যে চাকরীর কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে উহা পার্থিব কোন চাকরী নয়, খোদার কাজে আত্ম-নিয়োগ। ঝাণ্ডা সিং এই ঘটনাটি অনেকবার বর্ণনা করিয়াছেন এবং কাদীয়ানের বর্ত্তমান উন্নতি দেখিয়া তিনি হজরত মসিহ্-মাউদের (আঃ) কথা অনেক স্মরণ করিতেন। হজরতের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা ছিল।

টিকা:—উপরোক্ত দুই বিবৃতিতে সত্যানুসন্ধিৎসুদের জন্য অনেক ভাবিবার ও চিন্তার খোরাক আছে। আল্লাহ্-তা'লার শাশ্বত বিধান এই চলিয়া আসিয়াছে—তাঁহার নবীর পিছনে পার্থিব কোন শক্তির যোগাযোগ থাকে না। কারণ, নবীর পিছনে যদি পার্থিব শক্তি থাকিত, তবে লোক নবীর কাজকে আল্লাহ্‌র কাজ মনে না করিয়া মানবের কাজই মনে করিত। কাজেই আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোন নবীকে এই পৃথিবীতে আল্লাহ-তা'লা পাঠাইয়াছেন তাঁহার পিছনে কোন পার্থিব শক্তি ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হজরত মুছা (আঃ) এমনি অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিলেন যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফেরাউনের ভয়ে তাঁহাকে বাক্সের মধ্যে করিয়া নীলদরিয়াতে ভাসাইয়া দিতে হইয়াছিল। হজরত ইছা (আঃ) বলিয়াছেন, "এই দুনিয়াতে আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" হজরত রসুলের (দঃ) সম্বন্ধেও দেখিতে পাই, তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার বহু পূর্ব্বেই পিতৃহীন এবং জন্ম পরিগ্রহ করিবার ৬ বৎসর পরেই মাতৃহীন হন। এক অসহায় অনাথ বালক! পারিবারিক দারিদ্রতা নিবন্ধন কখনও-বা মেষ-পালক কখনও-বা অন্যের চাকরীতে নিযুক্ত! এই সমস্ত লোককে দেখিয়া জগতের লোক সব সময়েই তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে। উত্তরকালে তাঁহারা যে পৃথিবীতে এক যুগান্তর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবেন, পার্থিব জ্ঞানে তখনও বিশ্বাস-যোগ্য হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা যখন আল্লাহর নির্দ্দেশে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন তাঁহাদের মধ্যে অসাধারণ শক্তির বিকাশ দেখিয়া লোকে তাঁহাদিগকে যাদুকর আখ্যা দিয়াছে। তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল আক্রমণ হইয়াছে। এমনি অবস্থায় একটি সহায় সম্বলহীন, আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত লোক জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেজদীপ্ত স্বরে বলেন, "তোমাদের সমবেত বিরুদ্ধাচরণ আমার কাজের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। পরিণামে আমিই জয়লাভ করিব।" এই খানেই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার শক্তির বিকাশ করেন। তিনি দুনিয়ার লোককে দেখান, তাহারা যাহাকে হেয় জ্ঞান কর, তাঁহার শক্তি তাঁর পিছনে থাকিলে দুনিয়ার যত বড় শক্তিই তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউক না কেন, উহা ধ্বংস হইয়া যাইবে, কিন্তু সত্য আপনা জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরিণামে জয়যুক্ত হইবে। এই খানেই আল্লাহ্‌তা'লার কৃতিত্ব—তাঁর শক্তির পূর্ণ বিকাশ।

তদনুরূপ বিধান হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) সঙ্গেও হইয়াছে। তাঁহার দাবীর পূর্ব্বে তিনি কখনও ভাবিতে পারেন নাই যে, তিনি জগতে কোন দিন প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। নিজ গৃহেই তিনি প্রবাসীর ন্যায় দিন যাপন করিতেন। অন্যে-তো দূরের কথা, গ্রামের লোকই তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিত না। বড় বড় লোক তাঁহার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহারা তাঁহার বড় ভাই মীর্‌জা গোলাম কাদের সাহেবকেই পিতার একমাত্র পুত্র বলিয়া জানিতেন। তিনিও যে তাঁহার পিতার এক ছেলে একথা তাঁহারা তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া জানিতেন না। এমন যে এক ছেলে, তাঁহার সম্বন্ধে পিতার ধারণা যে কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন, তাঁহার ছেলে চালাক চতুর নয়, বিষয়-বুদ্ধিহীন। দুনিয়াতে সবচেয়ে তাঁহার পরম হিতৈষী পিতা মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দুঃখ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার এই অকেজো ছেলের কি করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। তিনি স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারেন নাই যে, এই ছেলেই একদিন তাঁহার বংশের এক গৌরব ও উজ্জ্বল রত্ন হইবে। পিতার মৃত্যুর সময়ে হজরত সাহেব নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া স্বয়ংও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তেমনি সময় আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে আশ্বাস দেন:—"আল্লাহ্‌ই কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?"—পরে তাহাকে আরও জানান—"আমি তোমাকে আমার কাজের জন্য মনোনীত করিয়াছি। দুনিয়ার কোণায় কোণায়

তোমার নাম প্রচার করিব। দূর দূরান্তর হইতে লোক তোমার নিকট আসিবে। এত লোক আসিবে যে রাস্তা ধ্বসিয়া পড়িবে। লোক দেখিয়া তুমি ম্লান হইও না। তোমার ঘর প্রশস্ত কর।"

কার্যাতঃ তাহাই হইল। কাদিয়ান নামক এক খণ্ড গ্রাম যেখানে যাতায়াতের কোন প্রকার সুবিধা ছিল না সেই থানে দূর দূরান্তর হইতে লোক আসিবে এই কথা তখনকার লোকে কল্পনাও করিতে পারিত না। একবার কাদীয়ানে আমাকে তথাকার একজন লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?" উত্তরে যখন বলিলাম, বাংলা দেশ, তাহাও আবার পূর্ব্ব বঙ্গের এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে, তখন তিনি আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন আপনাদিগকে দেখিলে আমাদের ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি পায়। কারণ হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) যে-সময় আমাদের নিকট বলিতেন, "আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জানাইয়াছেন যে, দূর দূর দেশ হইতে লোক এই কাদীয়ানে আসিবে," তখন আমরা ধারণাও করিতে পারিতাম না, এ কি করিয়া সম্ভবপর হইবে। আল্লাহ্‌কে অশেষ ধন্যবাদ যে, আমাদের জীবদ্দশাতেই সেই সমস্ত ভবিষ্যবাণী সফল হইতে দেখিলাম।" এই কথাও তখনকার লোকের চিন্তাতে আসিবার উপায় ছিল না যে, যাঁহার ভবিষ্যৎ সংসার-যাত্রা কি-ভাবে নির্ব্বাহ হইবে ভাবিয়া পরম মঙ্গলাকাঙ্খী পিতা জীবন-জুড়া গভীর দুঃখ করিয়া গিয়াছেন, উত্তরকালে তাঁহারই এই পুত্রের লঙ্গরখানা (অতিথি শালা) হইতে বিনা পয়সায় শত শত লোকের দৈনন্দিন আহারের সংস্থান হইবে!

তারপর তিনি যখন তাঁহার মাহদীয়তের ও প্রতিশ্রুত মসিহ হওয়ার দাবী প্রচার করিলেন তখন সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে তাঁহার দাবীর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন ও বিরুদ্ধাচারণ শুরু হইল। কাদিয়ান হইতে ১১ মাইল দূরে তাঁহার এক বাল্য বন্ধু মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী জোর গলায় প্রচার করিতে লাগিলেন, "আমিই এই মির্জ্জাকে সম্মান দিয়াছি এবং আমিই তাঁহার সেই সম্মান ও যশ নষ্ট করিব।" এদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন—"তোমাকে যাহারা অপমানিত করিতে চেষ্টা করিবে নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে অপমানিত করিব।" মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী যখন হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বিরুদ্ধে দাঁড়ান তখন সমস্ত পাঞ্জাবে তিনি লাট্ মৌলবী বলিয়া সুপরিচিত। তাহার খ্যাতিতে পাঞ্জাবের আকাশ বাতাস মুখরিত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবদ্দশাতেই সেই বাটালবীর জিল্লতির একশেষ হইল। কোথায় গেল তাহার সেই যশ, কোথায় গেল তাহার সেই প্রতিপত্তি। তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে তাহার শেষ পরিণতি এই দাঁড়াইবে। এতদ্ব্যতীত হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান সকলে মিলিয়া একযোগে চেষ্টা করিয়াছে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) কাজে বাধা প্রদান করিতে; এমন কি, তাঁহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার জন্য ফৌজদারী মোকদ্দমায় তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছে। এক কথায়, মানুষ নিজ চেষ্টা ও শক্তিতে যত রকম উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে সব রকমই তাঁহার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছে, কিন্তু কোন কিছুতেই তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। উপরন্তু লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। এখনও তাঁহার আরব্ধ কাজ শেষ হয় নাই। অপ্রতিহত গতিতে জগতের চতুর্দ্দিকে তাঁহার মিশনের কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে। জগতের ভবিষ্যৎ শান্তি এর মধ্যেই নিহিত আছে।

মানুষের কল্পনাতে যাহা অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত, সেই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করার মধ্যেই খোদার খোদায়ীত্ব। তাঁর শক্তির পূর্ণ বিকাশের ইহাই একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। যদি কোন বড় সহরে কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির গৃহে নবীর জন্ম হইত তাহা হইলে নবীর এই অলৌকিক উন্নতিকে নবীরই কৃতিত্ব বলিয়া লোকে মনে স্থান দিত, খোদার খোদায়ীত্বকে সেখানে দেখিতে পাইত না। সুতরাং খোদা এমন এক ব্যক্তিকে নবী করিয়া পাঠান যাঁহাকে দেখিয়া লোকে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে। এই ব্যক্তি যে দুনিয়াতে কিছু করিতে পারিবে একথা তাহারা মনে স্থানই দিতে পারে না। কিন্তু খোদা তাঁর পিছনে থাকিয়া বলেন, এর দ্বারাই আমি সব কিছু করাইব। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসুদের জন্য একটা জলন্ত নিদর্শন প্রচ্ছন্ন থাকে।—[লেখক]

জাকাত সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আদেশ

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :—

"জাকাত কি?

يؤخذ من الامراء و يرد الى الفقراء

—অর্থাৎ, ইহা ধনী লোকগণ হইতে লইয়া গরীব লোকদিগকে দেওয়া হয়। ইহাতে উচ্চ স্তরের সহানুভূতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ...জাকাত প্রদান ধনী লোকদের উপর ফরজ্। 'ফরজ্' যদি না-ও হইত তবু মনবোচিত সহানুভূতির খাতিরেও দরিদ্র লোকদিগকে সাহায্য করা উচিত।" (ফতুয়া-আহমদীয়া, ১ম খণ্ড)

"বন্ধুগণ! এখন ধর্ম্মের জন্য এবং ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য খেদমতের সময়। এই সময়কে মূল্যবান মনে করিও, কারণ পুনরায় এই সময় ফিরিয়া পাইবে না। জাকাৎ-দাতাগণের এখানেই (অর্থাৎ কাদিয়ান) জাকাতের টাকা প্রেরণ করা উচিত, এবং সর্ব্বপ্রকার 'ফজুল' (বৃথা) কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত।

হজরত রসুল করীমের (সাঃ) অমূল্য উপদেশ

কাদিয়ানের হজরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের দরসুল-হাদীসের সংক্ষিপ্ত নোট

খোদা ছাড়া আর কাহারো নিকট কিছু চাহিতে নাই

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, খোদা ছাড়া আর কাহারো নিকট মানুষের কিছু চাওয়া উচিত নহে। যত সামান্য দ্রব্যই হউক না কেন, তাহা খোদাতা'লা হইতেই চাওয়া উচিত। হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, "তোমার জুতার ফিতা হারাইয়া গিয়া থাকিলে তাহা খোদাতালা হইতেই চাও"।

বস্তুতঃ উচ্চ স্তরের 'তাকুয়া' (ধর্ম্মপরায়ণতা) ইহাই যে, মানুষ অপর মানুষের নিকট হাত না বাড়ায়, বরং এক আধলার প্রয়োজন হইলেও তাহা খোদা হইতেই চাহে। অতএব গরীব লোকদের নিজ নিজ অভাব মোচনের জন্য এক মাত্র খোদার সমীপেই আবেদন জানান উচিত—তাহা সামান্য লবন-মরীচের অভাবই হউক না কেন। এক জন ধনী ব্যক্তি কত দিন এক জনকে দিতে পারে? কিন্তু খোদাতা'লা কখনো দান করিয়া ক্লান্ত হন না। অবশ্য তিনি কখন কখন বিশেষ হেক্‌মত বশতঃ, এবং বান্দাকে তাঁহার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্য তাহাকে কিছু অভাব-অনটনে ফেলেন।

কথিত আছে, এক সুফি কতিপয় শিষ্য সহ ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথে তাঁহার জুতার ফিতা হারাইয়া যায়। তিনি দোয়া করিলেন, "খোদা! আমার জুতার ফিতা হারাইয়া গিয়াছে, আমাকে ফিতা দাও"। জনৈক শিষ্য এই দোয়া শুনিয়া বলিলেন, "আমাদের নিকট বহু ফিতা আছে, আপনার যত ফিতার আবশ্যক হয়, দিয়া দিব"। সুফি সাহেব উত্তর করিলেন, "তুমি কি হাদীসে পড় নাই যে, ফিতা হারাণ গেলে ফিতাও খোদা হইতেই চাহিতে হয়"। এই উত্তর শুনিয়া শিষ্য চুপ হইয়া গেলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইলে পর সুফি সাহেব রাস্তায় একটি ফিতা পাইলেন। তাহা উঠাইয়া তিনি শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ, যদি তুমি আমাকে ফিতা দিয়া দিতে, তবে প্রথমতঃ আমার দোয়া করিবারই সুযোগ হইত না, দ্বিতীয়তঃ তুমি যদি ফিতা দিতে এবং আমি তোমার শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করিতাম তবে তাঁহাতে কোন ফায়দা বা কল্যাণ হইত না। কিন্তু এখন আমি খোদাতা'লার শুক্‌র করিব এবং তিনি তাঁহার —لئن شکرتم لازیدنکم— (অর্থাৎ, "যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে আরো বাড়াইয়া দিব") এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাকে আরো অনেক দিবেন। তোমাদের প্রদত্ত চারি পাঁচটি ফিতা, এক দিন না এক দিন, শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু এখন যে-ধনাগার পাইয়াছি তাহা শেষ হইবার নহে। তৃতীয়তঃ, আমি খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিয়াছি এবং তিনি আমার দোয়া কবুল করিয়াছেন, তাহাতে আমার ইমান ও একীন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং খোদাতা'লার সহিত আমার সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হইয়াছে। তোমার নিকট হইতে ফিতা লইয়া যদি অভাব পূরণ করিতাম, তবে কি এই কল্যাণসমূহ পাইতাম?"

অতঃপর এই প্রসঙ্গেই তিনি হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) নিম্নোল্লিখিত পবিত্র বাণী বর্ণনা করেন:—

حاجتیں پوری کریں گے کیا تری عاجز بشر
کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے

("তোমার অভাব কি দুর্ব্বল মানব মোচন করিবে? সমস্ত অভাব অভাব-মোচনকারীর সমীপে বর্ণনা কর।")

আঁ-হজরতের উচ্চ আখ্‌লাক বা চরিত্র

একবার আঁ-হজরতের (সাঃ) নিকট কতিপয় চোগা আসে এবং তাহা তিনি বিতরণ করিতে থাকেন। মাখ্‌রামা (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবী তাহা জানিতে পারিয়া তদীয় পুত্র হজরত মিসওয়ারকে (রাঃ) বলিলেন, "হজরতের (সাঃ) নিকট কতিপয় চোগা আসিয়াছে, তিনি তাহা বিতরণ করিতেছেন, তুমি আমার হাত ধরিয়া আমাকে তাঁহার নিকট নিয়া যাও"। হজরত মিসওয়ার (রাঃ) তাঁহার পিতাকে লইয়া হুজুরের (সাঃ) আলয়ে উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "হে পুত্র! তুমি নবী করীমকে (সাঃ) আমার জন্য বাহিরে ডাকাইয়া আন।" হজরত মিসওয়ারের নিকট পিতার এই আদেশ নেহায়েতই অসমীচীন বোধ হইল এবং তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার জন্য কি রসুল করীমকে (সাঃ) বাহিরে ডাকিয়া আনিব?" ইহাতে তাঁহার পিতা বলিলেন, "পুত্র! হুজুর (সাঃ) অহঙ্কারী লোক নহেন, তুমি তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আমার মত গরীবের জন্যও বাহির হইয়া আসিবেন।" অতঃপর তিনি হুজুরকে (সাঃ) ডাকিলেন এবং হুজুর (সাঃ) মখমলের একখানা চোগা নিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "মাখ্‌রামা! এই চোগা-খানা আমি তোমার জন্য রাখিয়াছিলাম।" এই বলিয়া রসুল করীম (সাঃ) চোগা-খানা মাখরামাকে (রাঃ) দিলেন।

এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, রসুল করীম (সাঃ) কত বিনয়ী ছিলেন।

মসজিদের মর্য্যাদা

মসজিদকে খোদাতা'লা নিজ গৃহ বলিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা হইলেন আকাশ ও পৃথিবীর অধিশ্বর এবং সকল সৃষ্ট বস্তুই তাঁহার মুখাপেক্ষী এবং ভিখারী। কোন ভিখারী যদি কোন

বাদশাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয় এবং বাদশাহ এই অপেক্ষা করিতে থাকে যে, ভিখারী তাঁহার নিকট কিছু চাউক এবং তিনি দেন, অথচ ভিখারী বাদশাহ্‌র নিকট নিজ প্রার্থনা না জানাইয়া বাজে কথা বলিতে থাকে, তবে বাদশাহ্‌ কি তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন? ঠিক এই অবস্থাই হয় সেই ব্যক্তিদের যাহারা বাদশাহ্‌র বাদশাহ্‌ হইতে কিছু চাহিবার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে, অথচ মসজিদে বসিয়া আকামতের (অর্থাৎ নামাজ আরম্ভ হইবার) পূর্ব্বে এবং কখন কখন জমাত নামাজ শেষ হইলেই তস্‌বিহ্‌-নজকিবের (আল্লাহ্‌র গুণ-গান ও নাম-স্মরণ) পরিবর্ত্তে গোল বৈঠক করিয়া এদিক সেদিক-কার ফজুল বা বৃথা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে। অথচ নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :—

"যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া জমাত-নামাজের অপেক্ষায় খোদাতা'লার নাম-স্মরণ ও গুণ-গান করিতে থাকেন, তখন ফেরেস্তা তাঁহার জন্য জমাত-নামাজ শুরু হওয়া পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতরূপ দোয়া করিতে থাকে :—

اللهم اغفر - اللهم ارحمه

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্‌, এই যে বান্দা তোমার দরবারে হাজির এবং তোমার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর এবং তাহার প্রতি দয়া কর।" মসজিদে গোল-বৈঠক করিয়া ফজুল কথা-বার্ত্তা বলা নবী করীম (সাঃ) কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ মসজিদ খোদার ঘর এবং সম্মানার্হ। ইহার নেহায়ত আদব ও সম্মান করা উচিত। হাদীস শরীফে মস্‌জিদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

روضة من رياض الجنة

"মসজিদ জান্নাত বা স্বর্গের বাগান-সমূহের মধ্যে অন্যতম বাগান।" অতএব মসজিদকে জান্নাত মনে করিয়া তাহাতে প্রবেশ করা উচিত, তাহাতে দুনিয়ার কথাবার্ত্তা বলা উচিত নহে এবং অতি বিগলিত চিত্তে নামাজ পড়া উচিত।

কেহ কেহ ইমামের সহিত রুকুতে শামেল হইবার জন্য দৌড়াইয়া আসে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :—

على الهيئة والوقار وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا —

অর্থাৎ, "জমাত সুরু হইয়া গেলে তাহাতে যোগদানের জন্য নিজ পূর্ণ গতি ও মর্য্যাদার সহিত যাইয়া তাহাতে শামেল হও। ইমামের সহিত যতটুকু অংশ পাওয়া যায় তাহা সম্পাদন কর, আর যে-অংশ তোমার শামেল হওয়ার পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়া যায় তাহা ইমাম সালাম ফিরাইলে পর একাকীই সম্পাদন কর।

তিন প্রকার চিকিৎসা

হজরত ইব্‌নে আব্বাস বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন :—

الشفا فى ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وانهى امتى من الكى —

ইহার শাব্দিক অনুবাদ এই যে, "স্বাস্থ্য-লাভ বা রোগ-মুক্তির উপায় তিনটি—(১) মধু-পান, (২) সিঙ্গা লাগান এবং (৩) দাগ লাগান; কিন্তু আমি আমার উম্মতকে দাগ-লাগান হইতে নিষেধ করিতেছি।"

কেহ কেহ হাদীসের শাব্দিক অর্থ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া যান। তাহারা মনে করেন, দুনিয়াতে হাজার হাজার জিনিষ আছে যাহাতে রোগের প্রতিকার রহিয়াছে; রসুল করীম (সাঃ) কেমন করিয়া বলিলেন যে, শাফা বা রোগের প্রতিকার মাত্র তিন বস্তুর মধ্যেই নিহিত।

এই বিস্ময়ের মূল কারণ এই যে, লোক মনে করে, রসুল করীম (সাঃ) এই তিন বস্তুর মধ্যেই স্বাস্থ্য-লাভের বা রোগের প্রতিকারের উপায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা বাস্তব ঘটনা এবং রসুল করীমেরও (সাঃ) ইচ্ছার বিরোধী। হুজুর (সাঃ) কখনো একথা বলিতে চান নাই যে, এই তিন বস্তু ছাড়া আর কোন বস্তু কল্যাণকর নয়। হুজুরের (সাঃ) মত জ্ঞানী ব্যক্তি একথা বলিবেনই কেমন করিয়া? এক জন অজ্ঞ হইতে অজ্ঞতর ব্যক্তিকেও যদি এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, রোগীর জন্য কি কি দ্রব্য কল্যাণকর, তবে সে-ও অন্ততঃ চারি পাঁচটি বস্তুর নাম বলিয়া দিবে।

বস্তুতঃ দুনিয়াতে বিভিন্ন রকমের রোগ ও বিভিন্ন রকমের প্রতিকার রহিয়াছে এবং স্বয়ং রসুল করীমও (সাঃ) বিভিন্ন রোগীকে বিভিন্ন প্রতিকার বলিয়াছেন এবং সে-গুলি উপরে বর্ণিত প্রতিকার-ত্রয়ের বহির্ভূতই ছিল—যথা তিনি উরইয়ানাবাসী কতিপয় ব্যক্তিকে উষ্ট্র-মূত্র পান করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি কালিরীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, উহাতে প্রত্যেক ব্যাধির প্রতিকার রহিয়াছে। তিনি স্বয়ং নস্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং চক্ষু-বেদনার প্রতিকারের জন্য সুরমা ব্যবহার করিয়াছেন।

মোট কথা, হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, হুজুর (সাঃ) বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন প্রতিকার বর্ণনা করিয়াছেন এবং সে-গুলি উপরোক্ত প্রতিকার-ত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, হুজুরের (সাঃ) প্রতিকার-ত্রয় বর্ণনার উদ্দেশ্য এই নহে যে, এই তিনটি প্রতিকার ছাড়া আর কোন ঔষধই নাই, বরং তাঁহার বলার উদ্দেশ্য এই যে, রোগের প্রতিকার পদ্ধতি তিনটি। যথা :—

(১) ঔষধ রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। যথা—পান করার ঔষধ, ঘ্রাণ লওয়ার ঔষধ এবং ইন্‌জেক্‌সন ইত্যাদি।

(২) রোগীর শরীর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া ফেলা। যথা—রোগীর দেহ হইতে অপরিষ্কার রক্ত বাহির দেওয়া, বা রোগীকে বমি করান, বা তাপ লাগাইয়া দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত করা ইত্যাদি।

(৩) শরীরে কোন জিনিষ প্রবেশ না করিয়া এবং শরীর হইতে কোন জিনিষ নির্গতও না করিয়া, কেবল শরীরের বহির্ভাগে প্রয়োগ করা—যথা কোন ফোড়া বা স্ফীত স্থানে তেজাব লাগান ইত্যাদি এবং ইহাকেই দাগ লাগান বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ উপরুক্ত হাদীসে রসুল করীম (সাঃ) প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসার তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক পদ্ধতিরই এক একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা, প্রথম পদ্ধতির —অর্থাৎ ঔষধ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মধুর শরবতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; দ্বিতীয় পদ্ধতির—অর্থাৎ শরীর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়ার—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সিঙ্গা লাগানের কথা অর্থাৎ শরীর হইতে দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয় পদ্ধতির, অর্থাৎ শরীরের উপরিভাগে প্রয়োগ করার দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অগ্নি বা তেজাব দ্বারা শরীরে দাগ দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ রসুল করীম (সাঃ) এই হাদীসে রোগ-প্রতিকারের পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া প্রত্যেক পদ্ধতির এক একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি ঔষধ ও প্রতিকারের সংখ্যা নিরূপণ করেন নাই, বরং চিকিৎসা-পদ্ধতি নিরূপীত করিয়াছেন। দুনিয়ার যে-কোন রোগ ও তাহার প্রতিকার এই তিনটি পদ্ধতির একটির অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই তিনটি ছাড়া চতুর্থ আর কোন পদ্ধতি হইতে পারে না।

এই হাদীসটি রসুল করীমের (সাঃ) সত্যতার এক মহা প্রমাণ। তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে এমন এক মূল-নীতি বর্ণনা করিয়াছেন যাহা দুনিয়ার বড় বড় ডাক্তারগণ আজ পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না।

আরো দেখুন, হুজুর (সাঃ) দাগ লাগান এবং Surgery কল্যাণকর মনে করেন বটে, কিন্তু ইহাতে কঠোর কষ্ট হয় বলিয়া তিনি ইহা কল্যাণকর হওয়া সত্ত্বেও, ইহাকে নিষেধ করিয়াছেন। অন্য কথায়, হুজুর (সাঃ) এই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই পদ্ধতি যদি কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক না হইত, তবে ইহা বড়ই কল্যাণকর পদ্ধতি ছিল। বর্ত্তমানে হুজুরের (সাঃ) এই আগ্রহও পূর্ণ হইয়াছে। ক্লোরোফরম আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্ত্তমানে এই পদ্ধতি দ্বারা বিনা যন্ত্রণায়ই দাগ-লাগান ও Surgery ইত্যাদি চিকিৎসা সম্পাদিত হইতেছে।

জগৎ আমাদের

নবী-দিবস

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

এবার নাজের-দাওয়াতু-তবলীগ কর্ত্তৃক আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ই তারিখ নবী-দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "ইসলামে পর-মত-সহিষ্ণুতা এবং যুদ্ধে শত্রুর সহিত আঁ-হজরতের ব্যবহার"—এই হইল এবারকার আলোচ্য বিষয়। বিষয় আলোচনা করার সময় নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(১) ইসলামে কখন এবং কি-অবস্থায় যুদ্ধ জায়েজ বা বৈধ? (২) ইসলামে কিরূপ যুদ্ধ করা হইয়াছে? (৩) যুদ্ধ সম্বন্ধে ইসলামের নীতি ও শিক্ষা। (৪) যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং যুদ্ধ-কালে শত্রুর সহিত আঁ-হজরতের (সাঃ) ব্যবহার। (৫) অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসনা-মন্দির ও ধর্ম্ম-গুরু সম্বন্ধে আদেশ। (৭) অঙ্গীকার ও চুক্তি পালন। (৭) যুদ্ধের কয়েদীগণের সহিত ব্যবহার। (৮) বিজিত দেশ ও জাতির সহিত ব্যবহার। (৯) জেজিয়া। (১০) এতেরাজের জওয়াব।

ইংলণ্ডে আহমদীগণের অবস্থা

লণ্ডন হইতে মৌলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেব ২৮শে আগষ্ট তার-যোগে জানাইয়াছেন যে, লণ্ডন ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে এরুপ্লেনের আক্রমণ হইতেছে। কিন্তু খোদার ফজলে সকল আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণই নিরাপদে আছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করিবেন।

ঢাকা দারুৎ-তবলীগে কোরানের দরস

কিছুকাল যাবৎ গ্রীষ্মের বন্ধের পর ঢাকায় দারুৎ-তবলীগে কোরাণ শরীফের দরস আরম্ভ হইয়াছে। দরস সন্ধ্যার সময় হইয়া থাকে। আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব বি-এ, কোরাণ শরীফের দরস দিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বিগত ১০ই আগষ্ট তারিখের তবলীগ টুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতে জয়েণ্ট সেক্রেটারী মৌলবী আবদুর রাহ্‌মান খাঁ, বি এল উল্লিখিত দরস দিয়াছেন। অতঃপর ২৮শে আগষ্ট হইতে সদর আঞ্জোমনের অন্যতম মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রাহ্‌মান সাহেব উক্ত দরস দিতেছেন।

জেনারেল সেক্রেটারী

আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব ১০ই আগষ্ট টুরে বাহির হন। তিনি ১১ই তারিখে কলিকাতায় তাহ্‌রীকে-জদীদের মিটিংএ রিজার্ভ ফাণ্ড, সাদাসিদে জীবন এবং তাহরীকে-জদীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর তথায় সিল্‌সিলা সংক্রান্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় সম্পাদন করিয়া ১৭ই তারিখ ভরতপুর (মুর্শিদাবাদ) রওয়ানা হইয়া যান। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার কাজ শেষ করিয়া তিনি ২২শে আগষ্ট উত্তর-বঙ্গে গমন করেন। বর্ত্তমানে তিনি জলপাইগুড়ী আছেন।

ঢাকায় আনসারুল্লাহ, খোদ্দামুল-আহমদীয়া ও আতফালে আহমদীয়া সঙ্ঘ গঠন

খোদার ফজলে ঢাকায় উপরোক্ত তিন প্রকারের কর্ম্মীদের সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

আন্‌সারুল্লাহ্‌র মেম্বরগণ—(১) হাকীম মৌলবী আবদুল বারী সাহেব (২) মুন্সী আলী আহ্‌মদ সাহেব।

খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ—(১) চৌধুরী মৌলভী মুজাফ্ফর উদ্দিন সাহেব বি-এ, (২) মৌলভী আবদুর রহমান সাহেবখাঁ, বি-এ, বি-এল্ (৬) মৌলভী এ, বি, এম্ আইয়ুব সাহেব, বি-এ, (৪) মিষ্টার মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, বি-এস-সি (২য় বর্ষ) (৫) মিষ্টার মিরজা আলী আখন্দ, বি-এস-সি (২য় বর্ষ) (৬) মিষ্টার মোহাম্মদ নবিয়ুল হক, বি-এস-সি (২য় বর্ষ) (৭) মিষ্টার মোহাম্মদ আবদুর রশিদ, (৮) মিষ্টার কাজী আবদুস সায়িদ, (৯) মিষ্টার আহসানউল্লাহ চৌধুরী বি-কম্ (২য় বর্ষ) (১০) সৈয়দ সাজেদুর রাহমান সাহেব (তিব্বি-কলেজ)।

আত্‌ফালে-আহমদীয়ার মেম্বরগণ—(১) মাষ্টার মোহাম্মদ সোলেমান, ৮ম শ্রেণী, (২) মাষ্টার কাজী আবদুল ওদুদ, ৮ম শ্রেণী (৩) মাষ্টার সালাহ্‌উদ্দিন খান্, ৪র্থ শ্রেণী।

সকলের কর্ম্ম-উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য দোয়া প্রার্থনীয়।

চৌধুরী আহ্‌সানউল্লাহ

জগতের বর্ত্তমান মহা-বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপায়

প্রকৃত ইমান ও হজরত মসিহ মাউদের শিক্ষা পালন

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অন্যতম ছাহাবী হজরত মৌলবী শের আলী সাহেব বি-এ কর্ত্তৃক কাদিয়ানে ১৬ই আগষ্ট তারিখে প্রদত্ত খোৎবার সারমর্ম্ম

আমি বিগত খোৎবায় বলিয়াছিলাম যে, পুরাতন ধর্ম্ম-পুস্তকে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) যুগের এক মহা লক্ষণ এই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তখন দুনিয়াতে বিশ্বব্যাপী বিপদাপদ ও বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। অদ্য এই বিপদাপদ ও বিপর্য্যয় হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। স্মরণ রাখা উচিত যে, হজরত নূহের (আঃ) যুগের প্লাবন হইতে রক্ষা লাভের জন্য তিনি যেমন এক 'কিশ্‌তী' বা তরী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হজরত মসিহ মাউদও (আঃ) তাঁহার যুগের বিপর্য্য রূপ প্লাবন হইতে মানবকে উদ্ধারের জন্য এক 'কিশ্‌তী' প্রস্তুত করিয়াছেন। যিনি ইচ্ছা করেন এই কিস্তিয়ে আরোহণ করিয়া উদ্ধার লাভ করিতে পারেন। কিন্তু হজরত নূহের (আঃ) কিস্তির ন্যায় এই কিস্তি সীমাবদ্ধ নহে, বরং বহু বিস্তৃত। এই কিস্তির নাম 'কিস্তিয়ে-নূহ" যাহা প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার শিক্ষারই নামান্তর। কারণ তিনি বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি তাঁহার শিক্ষা পালন করিবে, সে খোদাতা'লার আজাব হইতে রক্ষা পাইবে।

সুতরাং হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) শিক্ষা পূর্ণ রূপে পালন করাই বর্ত্তমান মহা-বিপদ হইতে রক্ষা লাভের উপায়। এতদ্ব্যতীত আর একটি উপায় আছে—যাহা কোরাণ-মজীদে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাই আমি এখন বর্ণনা করিব।

সুরা ছাফে আল্লাহ্‌তা'লা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—

يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم - تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم —

—অর্থাৎ, "হে মোমেনগণ! আমি তোমাদিগকে একটি ব্যবসা শিক্ষা দিতেছি, সেই ব্যবসা অবলম্বন করিলে তোমরা সেই আজাবে-আলীম বা মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইবে যাহা হজরত নূহের যুগের ন্যায় কোন স্থান-বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, বরং জলে-স্থলে ও নভোমণ্ডলে দেখা দিবে। সেই ব্যবসা হইল—تؤمنون بالله ورسوله—"তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের উপর ইমান আন।" এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌-তা'লা যখন প্রথমেই—يا ايها الذين امنوا—অর্থাৎ 'মোমেন' বলিয়া লোকদিগকে সম্বোধন করিয়াছেন, এমতাবস্থায় পুনরায় তাহাদিগকে—تؤمنون بالله ورسوله—অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের উপর ইমান আনিতে বলার সার্থকতা কি?" ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে আল্লাহ্‌তা'লা মোমেনদিগকে এই বলিয়াছেন যে, কেবল মৌখিক ইমানের দাবী করা যথেষ্ট নহে, বরং বিপদ হইতে বাঁচিতে হইলে এরূপ গভীর ইমানের আবশ্যক যাহা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে সন্নিবিষ্ট হয়। অর্থাৎ ইমান এরূপ পূর্ণ হওয়া উচিত যেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও নেফাক (কপটতা) বা দুর্ব্বলতা না থাকে, যেন ফেরেস্তাগণও সাক্ষ্য দেয় যে, ইহারা খাটি প্রাণে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের উপর ইমান আনিয়াছে। এই সার্টিফিকেট লাভ হইলে পর তোমাদের অপর কর্ত্তব্য হইবে—

تجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم —

—অর্থাৎ "তোমরা স্বীয় অর্থ ও প্রাণ দিয়া ইসলাম-প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া যাও।" কারণ এই সময় ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌তালা যাবতীয় পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন এবং জগৎ একটি সহর-তুল্য হইয়া যাইবে। অতএব তখন মোসলমানদের কর্ত্তব্য হইবে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ইসলামের পয়গাম ও শিক্ষা পেশ করা। অর্থাৎ, উহা এক মহা জেহাদের যুগ হইবে, তখন কেবল অর্থের কোরবানীই যথেষ্ট হইবে না, প্রাণও কোরবান করিতে হইবে। যিনি কোরান-করীমের বর্ণিত এই কার্য্য সাধন করিবেন তিনিই মহা-বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন।

এযুগের গয়ের-আহমদীগণ যদিও এই দাবী করে যে, তাহারা হজরত রসুল করীমের (সাঃ) গদীতে উপবিষ্ট আছেন, কিন্তু তাহাদের এই ক্ষমতা নাই যে, তাহারা তবলীগের জন্য লোক বাহিরে প্রেরণ করে। কিম্বা তাহাদের এই ক্ষমতাও নাই যে, তাহারা এরূপ প্রবন্ধ লিখে যাহা জীবন্ত ইসলামকে জগতে পেশ করে।

তাহাদের স্বীয় ধর্ম্ম-মতই লোকদিগকে ইসলামের প্রতি বীত-শ্রদ্ধ করিয়া দেয়। তাহারা আঁ-হজরতের গদ্দীনেশীন হইবার দাবী করিলেও ইসলাম-প্রচারের জন্য এক পদও অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে। চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহাই আহমদীয়তের সত্যতার এক মহা প্রমাণ। এই শেষ যুগে যখন আল্লাহতা'লা দেখিলেন যে, মোসলমানদের মধ্যে বাহিরে যাইয়া তবলীগ করিবার ক্ষমতা নাই—তাহাদের আমীরদের মধ্যেও নাই, আলীমদের মধ্যেও নাই, ছোটদের মধ্যেও নাই, বড়দের মধ্যেও নাই—তখন আল্লাহ্‌তালা তদীয় প্রতিশ্রুতি

—انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون—

অনুযায়ী হজরত মসিহ-মাউদকে (আঃ) আবির্ভূত করতঃ তৎ-সাহায্যে এরূপ এক জমাত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যাঁহারা ইসলাম-প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। হজরত মসিহ-নাছেরী বলিয়াছেন, বৃক্ষের পরিচয় ফল দ্বারা লাভ হয়। এই পরখ দ্বারা বিচার করিয়া দেখা যাউক, আজ কোন বৃক্ষ হইতে তবলীগে-ইসলামের ফল প্রসূত হইতেছে? সংস্কার-মুক্ত ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, আজ জগতে আহমদীয়া জমাত ছাড়া আর কোন জমাত এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে না। এক মাত্র আহমদীয়া জমাতই আজ দিবারাত্র এই ধ্যানে লাগিয়া আছে যে, কিরূপে ইসলামের প্রচার হইতে পারে। সুতরাং আহমদীয়তের সত্যতার ইহা এক মহা প্রমাণ।

আল্লাহতা'লার হাজার হাজার শুক্‌র যে, তিনি আজ আমাদিগকে তাঁহার মসিহর জমাতে শামেল হইবার সুযোগ দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে আজাবে-আলীম হইতে বাঁচিবার জন্য এক পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব যাঁহারা তাঁহার শিক্ষানুযায়ী নিজেদের মধ্যে খাটি ইমান সৃষ্টি করিবেন এবং মনে-প্রাণে ইসলাম-সেবায় রত হইবেন, খোদাতা'লা স্বয়ং তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন।...

সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলাম-সেবার জন্য বিদেশে যাওয়া যেমন এক জেহাদ, তদ্রূপ তজ্জন্য নিজকে প্রস্তুত করাও জেহাদ। এই রূপ, যাহারা এক নেজামের অধীন ইসলামের শিক্ষা পালন করিয়া নিজদিগকে জগতের জন্য আদর্শ করে তাহারাও ইসলামের জেহাদে শামেল। কারণ যাঁহারা তবলীগের উদ্দেশ্যে বিদেশে বা নিজ দেশেরই বিভিন্ন স্থানে গমন করেন, তাঁহাদের জন্য প্রথম 'এলম্' হাছেল করা এবং তবলগীগের জন্য নিজদিগকে প্রস্তুত করা উচিত, যেমন যুদ্ধে যাইতে হইলে প্রথম যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত। সুতরাং আহমদীয়া জমাতের বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ যাহারা এই জেহাদের জন্য তৈয়ারী করিবেন তাঁহারা সকলেই এই জেহাদে শামেল বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং জেহাদেরই পুণ্য সঞ্চয় করিবেন। এরূপ লোকগণ যেহেতু খোদার এক মহা আদেশ পালনকারী হইবেন তাই খোদাতা'লা তাঁহাদিগকে এযুগের মহা-বিপদ হইতে নাজাত দিবেন এবং তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন। খোদাতা'লা আমাদিগকে এই ইসলামের আদেশ পালন করিতে এবং তাঁহার হেফাজতের ছায়াতলে থাকিতে তৌফিক দিন—আমীন, সুম্মা আমীন!

আবেদন

মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব, মৌলানা রুহুল-আমীন সাহেব লিখিত "কাদিয়ান রদ" পুস্তকের জওয়াব ছাপানের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর সাহেবের নির্দ্দেশ ক্রমে ঢাকা পৌছিয়াছেন এবং কিতাব-খানা ছাপানের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। জোনাব আমীর সাহেবের ইচ্ছা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া বার্ষিক জলসার পূর্ব্বেই যেন কিতাব-খানা প্রস্তুত হইতে পারে। অতএব কাজ খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার এবং তজ্জন্য আশু অর্থের প্রয়োজন।

অতএব বন্ধুগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই কার্য্যের সাহায্য-কল্পে যে যাহা পারেন সত্বর প্রাদেশিক আঞ্জোমন আফিসে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন এবং এই কার্য্য যেন সত্বর সম্পাদিত হয় তজ্জন্য দোয়া করিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক চাঁদা-দাতাকে তাঁহার প্রদত্ত চাঁদার মূল্যের পুস্তক প্রদান করা করা হইবে।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

ধূম-পানের অপকারিতা

প্রত্যেক আহমদীর বর্জ্জন করা উচিত

হজরত মসিহ-মাউদ (আঃ) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের অভিমত

তামাকে 'নিকোটিন' নামে এক প্রকার বিষ আছে। এই বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীর ও মন উভয়কে ক্রমশঃ দুর্ব্বল করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আর্থিক দিক দিয়াও ইহা এক বাহুল্য খরচ। এই জন্যই হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ইহার ব্যবহার পছন্দ করেন নাই, এবং নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"ইহা অবশ্য মদ্যের ন্যায় নহে যে, ইহাতে কুকর্ম্মের প্রতি মানুষের প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু তথাপি ইহাকে ঘৃণা ও বর্জ্জন করাই 'তাকুয়া' বা ধর্ম্ম-পরায়ণতা হইবে। ইহাতে মুখে দুর্গন্ধ জন্মে; এতদ্ব্যতীত ধূম এক বার মুখের ভিতরে আনা, পুনরায় বাহির করিয়া দেওয়া রুচি-বিরুদ্ধ কাজ। আঁ-হজরতের (সাঃ) সময় যদি ইহা থাকিত তবে নিশ্চয়ই তিনি ইহা পান করিবার অনুমতি দিতেন না। ইহা এক বৃথা এবং নিষ্প্রয়োজনীয় ও ঘৃণ্য কাজ। অবশ্য ইহা মাদক দ্রব্যের অন্তর্গত নয় এবং ঔষধ রূপে ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে নিষিদ্ধ নহে। তা'ছাড়া নিষ্প্রোয়জনে ইহা পান করা বৃথা অর্থ-ব্যয় ছাড়া আর কিছুই নহে। উত্তম সুস্থ ব্যক্তি তিনিই যিনি কোন বস্তুর উপর নির্ভর করেন না। (আল্‌বদর, ৩রা এপ্রিল, ১৯০৩)।

ধূম-পানের অপকারিতা সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় শরীর-তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত প্রকাশ করা গেল :—

ইয়ংমেন কৃশ্চিয়ান এসোসিয়েসনের ফিজিকেল ডিপার্টমেণ্টের এক ইণ্টারনেশনেল কমিটির সিনিয়র সেক্রেটারী ডাঃ জর্জ ফিশার এম-ডি এবং ইয়ংমেন এসিয়সন কলেজের ফিজিয়লজির প্রফেসার, প্রফেসার বেরী সম্প্রতি এসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

(১) ধূম-পানের অব্যবহিত পরেই প্রত্যেক ধূমপানকারীর শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর উহার কুপ্রভাব বিস্তৃত হয়।

(২) সাত জন ধূম-পানকারীকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তন্মধ্যে পাঁচ জনেরই স্বাস্থ্য যে-সময়ে তাহারা ধূম পান করে নাই, সেই সময়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(৩) ধূমপানকারিগন অপেক্ষা ধূম বর্জ্জনকারিদের নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অধিকতর কণ্ট্রোল (বশ) থাকে।

(৪) যাহারা কখনো ধূম পান করে নাই তাহারা ধূম পান করা মাত্র তাহদের স্বাস্থ্যের বহু ক্ষতি হয়।

(৫) ধূম-পান করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে শরীর ধূম-পানের কুফল হইতে যে নিরাপদ হইয়া যায় তাহা নহে, বরং প্রত্যেক বারই ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্বাস্থ্যের হানী হইতে থাকে।

(৬) ধূম-পানে হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া সতেজ হইয়া Blood pressure বা রক্তের চাপ বৃদ্ধি হইয়া যায়।

লা-ফাইট কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার ডিউডন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

(৭) ধূমপান মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠগুলির (Brain cells) বিকাশের প্রতিবন্ধক হয় এবং মনকে দুর্ব্বল ও শিথিল করিয়া দেয়।

ডাঃ হামণ্ড অব নিউইয়রক বলেন :—

(৮) ধূম-পানে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রতিহত হয়, ইচ্ছা-শক্তি (will force) এবং চিন্তা করিবার শক্তি কমিয়া যায়।

সুবিখ্যাত ও সুপরিচিত ডাঃ ষ্টোন্স বলেন :—

ধূম-পান মস্তিষ্কের ক্রিয়া দুর্ব্বল করিয়া দেয়, স্মরণ-শক্তি হ্রাস করিয়া দেয়, মনের ক্ষতি সাধন করে এবং বুদ্ধি ও জ্ঞান বিনষ্ট করে।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ইহা নিষেধ করিয়াছেন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণও ইহাকে বর্জ্জনীয় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, অতএব ইহার অনিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের জমাত হইতে এই আপদ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবার জন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত এবং বিশেষ করিয়া বালকবালিকাগণ যেন ইহা স্পর্শও না করে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বঙ্গীয় আহ্‌মদীয়া জমাতের অনেক বন্ধুই আমাদের নামে চাঁদার টাকা পাঠাইয়া থাকেন। তাহাতে কখন কখন অসুবিধা হইয়া থাকে। এই জন্য তাহাদিগের নিকট আমাদের অনুরোধ যে, তাঁহারা আমাদের নিজ নামে টাকা না পাঠাইয়া নিম্নলিখিতরূপে পাঠাইবেন :—জেনারেল সেক্রেটারী (বা সেক্রেটারী)—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এইরূপে পাঠাইলে বর্ত্তমান অসুবিধা দূরীভূত হইবে।

খাকছার—
মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী
আবদুর রাহমান খাঁ

মোসলমানদের মধ্যে কবর-পূজা

আমাদের জনৈক আহ্‌মদী ভ্রাতা মৌলবী করম এলাহী জাফর সাহেব মোসলমানদের মধ্যে কবর-পূজার এক চোখের-দেখা ঘটনার বিবৃতি সম্প্রতি আল্‌ফজল পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। দিল্লী হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে এক বস্তিতে কুতুবুদ্দীন সাহেব বখ্‌তিয়ার কাকী নামক জনৈক বুজুর্গের 'মাজার' (সমাধি) আছে। ঘটনাক্রমে তিনি তথায় গমন করেন। বহু লোককে তথায় সমবেত দেখিতে পান। অধিকাংশই বাঙ্গালী ও হায়দরাবাদের লোক। তাহারা আজমীর শরীফ যাইবেন যথায় আজকাল ওরুস্ হইতেছে। তাহারা পথে এই 'মাজার' জেয়ারত করিয়া যাইতে ইচ্ছুক। আমাদের মৌলবী সাহেব কবরের নিকটবর্ত্তী হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ওজু করিয়া কবর জেয়ারত করিতে বলা হইতেছে। মাজারের প্রায় চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট দেওয়াল। কেবল পায়ের দিকে একটু খোলা। কবরের উপর এক খণ্ড বৃহৎ হলুদ বর্ণের চাদর বিছান। লোক সেই চাদরের উপর পুষ্প-বৃষ্টি করে। কবরের পার্শ্বে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট আছেন। তিনি লোকদিগকে বলেন, "ভাই, খাজা সাহেবের নজর পেশ কর, 'তাবর্‌রুক' (আশীষ) দিব"। ইহাতে জেয়ারতকারিগণ কবরের পাদদেশে কিছু পয়সা রাখে। তখন সেই ব্যক্তি চাদর হইতে কিছু ফুল-পাতা লইয়া 'তাবার্‌রুক' দেন; সামান্য কিছু শিরণীও (মিষ্টান্ন) দেন। অতঃপর জিয়ারতকারিগণ "ইয়া খাজা" বলিয়া নিজ নিজ অভিষ্ট বিষয় প্রার্থনা করে। যিনি অন্ততঃ এক টাকা নজর পেশ করেন, তাহার মস্তকে উক্ত চাদরের এক টুকরা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তারপর সেই জেয়ারতকারিকে কবরের পাদদেশে নিয়া বলা হয়, "খাজা সাহেবের পদে সেজ্‌দা কর"। জেয়ারতকারী তখন **সেজদা করে** এবং তাহার মস্তক সেই চাদর দ্বারা আবৃত করা হয়। অতঃপর সেই ব্যক্তি কিয়ৎকাল সেজদায় পড়িয়া থাকিয়া খাজা সাহেবকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় **অভীষ্ট প্রার্থনা করে**; কবর-রক্ষীও সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রার্থনা আওড়ায়। অতঃপর খলিফা সাহেবের কবরেও করা হয়। জেয়ারত কারিগণের যাওয়ার পথে, দুই ব্যক্তি জল লইয়া দাঁড়ান থাকে এবং বলে, "ইহা কবর-ধোয়া 'তাবার্‌রুক', পান কর এবং পয়সা দাও"।

মোসলমানদের এই 'গুমরাহী' দেখিয়া বাস্তবিকই হৃদয় ব্যথিত হয়। ইসলামের মূল মন্ত্রই হইল তৌহিদ এবং এই তৌহিদ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করিবার জন্যই হজরত রসুল করীম (সাঃ) আজীবন জেহাদ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার শেষ নছিহতেও তিনি উম্মতকে সাবধান করিয়া গিয়াছিলেন যেন তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার কোন উম্মত তাঁহার কবরকে সেজদা-গাহ্‌তে পরিণত না করে। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছেন, "আল্লাহ্‌তা'লা বনি-ইস্রাইল জাতির উপর 'লানত' (অভিশাপ) করিয়াছেন, কারণ তাহারা তাহাদের নবীগণের কবরকে সেজ্‌দা-স্থানে পরিণত করিয়াছে"। হায় আফ্‌সোস! আজ সেই রসুলেরই উম্মত এরূপ কবরকে সেজ্‌দা-স্থানে পরিণত করিয়াছে যাহা কোন নবী-রসুলেরও কবর নয়, বরং এরূপ লোকগণের কবর যাহারা ওলি-উল্লাহ্‌ ছিলেন বলিয়া ধারণা করা হয়। আল্লাহ্‌তা'লা মোসলমানদিগকে হেদায়েত করুন—আমীন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় মজলিসে-আন্‌সারুল্লাহ গঠন

গত ১৬ই আগষ্ট ১৯৪০ ইং শুক্রবার জুমার নমাজের পর হজরত খলিফাতুল মসিহর (আইঃ) ২৬শে জুলাই ১৯৪০ ইং জুমার খোতবার মর্ম্মানুযায়ী আনসারুল্লা সমিতি গঠন করার জন্য এক বৈঠক হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত ৪০ বৎসর হইতে উর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিগণ উক্ত সমিতির মেম্বর হওয়ার জন্য নাম পেশ করেন। যথা—

১। হেকিম আবদুল আজিজ সাহেব, পাঞ্জাবী
২। মুন্সি আবদুল বারি সাহেব, সাং সদাগর পাড়া
৩। হেকিম ফজলুল গফুর সাহেব, পাঞ্জাবী
৪। মুন্সি আবদুল গণি সাহেব, সাং আহ্‌মদী পাড়া
৫। „ মকরম আলী সাহেব, সাং সিমরাইল কান্দি
৬। „ আবদুল মোত্তালেব সাহেব, সাং মৌরাইল
৭। „ আবদুল আজিজ কারী সাহেব, সাং মৌরাইল
৮। মুন্সি আওছাপ আলী চৌধুরী সাহেব, সাং পুনিয়াউট
৯। „ ছাহেব আলী সাহেব, সাং ঘাটুরা
১০। মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেব, সাং মৌলবীপাড়া

অতঃপর উক্ত মেম্বরগণের সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে-আনসারুল্লার প্রেসিডেন্ট মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেব ও সেক্রেটারী থাকছার হেকিম আবদুল আজিজ পাঞ্জাবী নির্ব্বাচিত হয়। ইহার পর উক্ত সমিতির মঞ্জুরীর জন্য কাদিয়ানের কেন্দ্রিয় মজলিসে-আনসারুল্লার নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতি—১৯।৮।৪০ ইং

থাকছার—
হেকিম আবদুল আজিজ পাঞ্জাবী
সেক্রেটারী মজলিসে-আনসারুল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌ তা'লা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণ ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতা'লার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌ তা'লার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতা'লার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌ তা'লা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনা বলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে—"তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন .....এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"—এই ভাষায় হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা, এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করীমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কার রূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুল করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) আদেশ

যুদ্ধের আশু অবসান, মিত্র-শক্তির সফলকাম, ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের হেফাজত ও দ্রুত উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিতে হইবে।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ **'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা**—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন:—

'ম্যানেজার, আহ্মদী কার্য্যালয়,' ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা			মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম			"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম			"	৪৲
সিকি কলম			"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ		পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" "	" অর্দ্ধ	"	"	১২৲
" "	৩য় পূর্ণ	"	"	২০৲
" "	" অর্দ্ধ	"	"	১২৲
" "	৪র্থ পূর্ণ	"	"	৩০৲
" "	" অর্দ্ধ	"	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম		মূল্য
Extracts from the Holy Quran	...	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings		8 *as.*
The Teachings of Islam	...	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	...	12 *as.*
(Paper bound)	...	8 *as.*
The Imam of the Age	...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet	...	2 *as*
The Future Religion of the World		2 *as.*
The Message from Heaven	...	1 *a.*
Why I believe in Islam	...	1 *a.*
আহমদ চরিত ...	...	✓০
চশ্‌মা-এ-মসিহী ...	...	✓০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	...	✓০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	...	✓০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	...	৵১৫
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	...	৵৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	...	৸০
কিস্তিয়েনূহ ...	...	✓০
আল-অসিয়ত ...	...	৵১০
আসমানী-আওয়াজ ...	...	৵১০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—

ম্যানেজার—আহ্মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

মিনা কৃমি-নাশক

কৃমির কারণে শিশুদের (জ্বরে) জ্বরবিকার হয়, মুর্চ্ছা যায়। এমন ব্যধি নাই যাহা কৃমি হইতে না হয়। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, অতিক্ষুধা, খেন্‌-খেনানী ও রাগী ভাব ইত্যাদি বহু কুলক্ষণ শিশুদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। উক্ত কৃমি-নাশক ঔষধ সেবনে কৃমি মলের সহিত বাহির হইয়া যায় এবং স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। মূল্য ৫ ডজন ৷৷✓০

ঠিকানা—এম, এস, রহমান
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).